RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - VI , Paper - I, Group - A
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

Analysis of North Indian Musical Forms
Comperative study

১) ধ্রুপদ

১) আবিস্কার

'ধ্রুপদ' বা 'ধ্রুবপদ' ভারতের প্রচীনতম গান। ধ্রুপদগান কোন সময় থেকে প্রচলিত হয়েছিল তা সঠিক ভাবে বলা না গেলেও অধিকাংশ পন্ডিতগণের মতে ১৩শ শতাব্দীতে পন্ডিত শার্ঙ্গদেবের সময়ে প্রচলিত 'সালগ-প্রবন্ধ' গান থেকেই ধ্রুপদগানের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৫শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়ারের রাজা মান সিং তোমর সর্ব্বপ্রথম এই গান নতুন ধারায় জনসমাজে প্রচলন করেন। তিনি ধ্রুপদগানের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক ধ্রুপদগান রচনা করেছিলেন। রাজা মানের সময় গোয়ালিয়র ধ্রুপদগানের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এবং ঐসময়ে বখ্সু , চরজু, দালু, ভগবান প্রমুখ গায়কগণ ধ্রুপদগান করতেন। মুঘল বাদশাহ আকবরের সময় ধ্রুপদগানের বিশেষ প্রচার ও প্রসার হয়। সেসময় বিখ্যাত ধ্রুপদীয়াগণ হলেন স্বামী হরিদাস, তানসেন, নায়ক বৈজু, চিন্তামণি মিশ্র প্রমুখ। এঁদের রচিত ধ্রুপদগান আজও শোনা যায়।

২) প্রকৃতি

এই গানের প্রকৃতি স্নিগ্ধ, গম্ভির, ধ্যানস্তিমিত, অচঞ্চল, অন্তর্মূখী সম্পদে ভরা - শান্ত, সংযত, সঙ্গীতের সমাহিত মূর্তি। এই রীতি এক বিরাট সৌধ, যার অন্দর থেকে জন্ম হয়েছে বহু প্রকারের গীতি-শৈলী। ভক্তিরস হল এই গানের প্রধান ভিত্তি। এই গানে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তা স্বর্গীয়। ভাব ও রসগত সাদৃস্যের দিক দিয়ে বেদগানের একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য হল ধ্রুপদ।

৩) গানের ভাষা

ধ্রুপদ গান তার সূচনা লগ্ন থেকে সংস্কৃত এবং আঞ্চলিক দেশী ভাষায় রচিত হয়ে আসছে। মধ্যযুগে শুদ্ধ ব্রজভাষায় বহু গান রচিত হয়। পরবর্তীতে হিন্দিভাষা প্রচলিত হলে শুদ্ধ হিন্দিতে এবং ব্রজভাষা মিশ্রীত হিন্দিতে অনেক গান রচিত হয়। ১৯ শতকে বাংলার বিষ্ণুপুরে বাংলা ভাষায় বহু ধ্রুপদ গান রচিত হয়। মুঘল যুগে উর্দু ভাষায় রচিত বেশ কিছু গান পাওয়া যায়।

৪) গানের ভাগ

ধ্রুপদগানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি ভাগ প্রচলিত। এই ভাগকে ‘তুক’ বলা হয়। প্রতি তুকে তিন বা চারটি করে চরণ থাকে। আবার স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই তুকের গানও প্রচলিত আছে। কিন্তু চারতুকের গানের সন্মান বেশি।

৫) রাগের ব্যবহার

ধ্রুপদগানে রাগের শুদ্ধতার দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়। প্রায় সকল

শুদ্ধ রাগে এই গান গাওয়া হয়। তবে বর্তমানে মিশ্র রাগেও কিছু গান গাওয়া হচ্ছে।

৬) তালের ব্যবহার

ধ্রুপদগান সাধারণতঃ চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ঝাপতাল, তেওড়া, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল ইত্যাদি তালে পাখোয়াজ সঙ্গতে গাওয়া হয়।

৭) গায়ন রীতি

ধ্রুপদগান আরম্ভ করার আগে বিনা তালে নোম, তোম ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে রাগের আলাপ করা হয়। খেয়াল গানের মতন ধ্রুপদগানে তান, খটকা বা অন্যান্য অলঙ্কারের ব্যবহার হয় না। রাগ বিস্তারের স্বাধীনতা এতে কম। বাণীর বাঁধন এখানে বেশী। কিন্তু এতে কণ, মীড় ও গমকের বিশেষ ব্যবহার হয়ে থাকে। গানের তুকগুলি দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ লয়কারীতে গাওয়া হয়। কোন কোন সময় লয়কারীর সঙ্গে বোলতানের ব্যবহার করা হয়। ধ্রুপদগানে বীররস, শৃঙ্গার রস ও শান্ত রসই বেশি দেখা যায়। পুরুষ কণ্ঠে এই গান ভাল শোনা যায়।

৮) ঘরাণা

প্রাচীনকালে ধ্রুপদগানের গায়কদের ‘কলাবন্ত’ বলা হত। প্রত্যেক ঘরানার গায়কগণ তাঁদের ঘরানার খনদানী শিক্ষা অনুসারে ধ্রুপদগান করতেন। বিভিন্ন ঘরানার গায়ন রীতিও ভিন্ন ছিল। এই পদ্ধতি বা রীতিকে ‘বাণী’ বলা হত। এই বাণী ছিল চারটি যথা - গওহার বাণী, ডগুর বাণী, খান্ডার বাণী এবং নওহার বাণী। পন্ডিতগণ বলেন প্রাচীনকালে শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী ও সাধারনী ইত্যাদি গীতের বিভিন্ন রীতি থেকেই ধ্রুপদগানের বাণীর উৎপত্তি হয়েছে। সুরসম্রাট তানসেন গওহার বাণীর প্রচলন করেন। খান্ডার গ্রাম নিবাসী

তানসেনের জামাতা প্রসিদ্ধ বীণকার রাজা সমোখন সিংহ (পরে নওবদ খাঁ) খান্ডার বাণীর প্রচলন করেন। ডাগুর গ্রাম নিবাসী বৃজচন্দ্র (পরে চাঁদ খাঁ) ডাগুর বাণীর প্রচলন করেন। নওহার গ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ্র (পরে সুরজ খাঁ) নওহার বাণীর প্রচলন করেন। বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন বাণীতে ধ্রুপদ গেয়ে তাদের প্রভেদ বুঝিয়ে দেবার মত গুণী আর দেখা যায় না।

**To be continued in the next set.